দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 06 JUN 2008
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ৩

জবিতে শিক্ষা ব্যয় বাড়ছে

৫ বছরে বেড়েছে পাঁচ গুণ : বিপাকে শিক্ষার্থীরা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

শিক্ষা ব্যয় ক্রমেই বাড়ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী পাঁচ বছর পর পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতিরিক্ত শিক্ষা ব্যয় মেটাতে মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিবাভক ও শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। জানা গেছে, ২০০৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরিত হওয়ায় এটা বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণ। ২০০৩-০৪ সেশন শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা প্রথম বর্ষের ভর্তির চার্জ দিয়েছে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার তখন সেখানে ভর্তির চার্জ গুণতে হয় ১৩ থেকে ১৪ হাজার টাকা বিভাগ ভেদে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী উন্নয়ন ফি নামক চার্জ নিচ্ছে প্রতি শিক্ষার্থীর নিকট থেকে ৫ হাজার টাকা সেশন চার্জ ১২৫০ টাকা, বেতন ১০০ টাকাসহ অন্যান্য ফি ও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাড়িয়ে গেছে বহু দূরে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা সেখানে মাসিক বেতন দিচ্ছে ১৮ টাকা সেখানে জবি শিক্ষার্থীরা দিচ্ছে পাঁচ গুণ বেশী। বেতন বেশী দিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা প্রদান করতে ব্যর্থ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পড়াচ্ছেন কলেজ শিক্ষক দিয়ে। সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রেষণে থাকা শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা প্রদানের কথাও রয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর নিজস্ব অর্থায়নে চলতে হবে এমন ইঙ্গিত দিয়েছে গেজেটে। গেজেটের নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছর পর নিজস্ব আয়-ব্যয় দিয়ে জবিকে চলতে হবে। শুধু তাই নয় বর্তমানেও সরকার থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য বাজেট পায়না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু অন্যরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তা রীতিমত পাচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট খসড়া চূড়ান্ত করতে পারলেও জবি তা করতে পারে নি। তবে বাজেটের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সরকারের প্রদান করা না করা রাজস্বের উপর নির্ভরশীল পুরো প্রক্রিয়াই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষার্থীর এ বিদ্যাপীঠ আবাসন সংকট চরম পর্যায়ে থাকায় শিক্ষার্থীদের বাড়তি সমস্যা হচ্ছে প্রতি নিয়তই। আবাসন সুবিধা না থাকার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের থাকতে হয় শহরের বিভিন্ন মেসে। এজন্য শিক্ষার্থীদের আবার বাড়তি খরচ করতে হয়। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীদের একমাত্র আয়ের উৎস টিউশনি ও পার্টটাইম জবের অনেকটা আয় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আগে ছাত্ররা যে টাকায় টিউশনি করত এখনো সেই অংকের কোন পরিবর্তন হয়নি। এমনকি শিক্ষা ব্যয়ের সাথে অনেকটা অসামঞ্জস্য চলছে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গেজেটের বিভিন্ন সংশোধনীর খসড়া সিন্ডিকেটের অনুমোদনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে কয়েক মাস আগেই। কিন্তু তা এখনো অনুমোদনের অপেক্ষা রয়েছে।